যুগান্তর

তারিখ 01 FEB 2018
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ২

এনসিটিবিতে লঙ্কাকাণ্ড

৫ কর্মকর্তাকে পেটালেন শিক্ষামন্ত্রীর পিএসের বোন

যুগান্তর রিপোর্ট

চা দিতে দেরি করায় লঙ্কাকাণ্ড ঘটালেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তা ড. তৌফিকা আক্তার। প্রথমে তিনি অফিস সহকারীকে পেটান। এর প্রতিবাদ করায় ওই সংস্থার আরও ৫ কর্মকর্তাকে পেটান। তিনি এমনই বেপরোয়া ছিলেন যে, সংস্থার চেয়ারম্যান-সদস্যসহ কারো কথাই শুনছিলেন না। এমন কাণ্ড ঘটানোর কারণে একপর্যায়ে এনসিটিবির সব ক্যাডার কর্মকর্তা, ধর্মঘটে যান। বন্ধ করে দেন কাজকর্ম। বুধবার মতিঝিলে এনসিটিবি'র ১১ তলায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৌফিকাকে এসডি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, তৌফিকার বড় ভাই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের একান্ত সচিব (পিএস)। সেই জোরেই তিনি এনসিটিবিতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। প্রায় হরহামেশাই যার-তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। এর আগে আরও একাধিকবার তিনি এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। তার চেয়ে এক ব্যাচ সিনিয়র এক কর্মকর্তাকে কিছুদিন আগে তিনি থাপ্পড় মেরেছিলেন। এমনকি ভাইয়ের জোর দেখিয়ে বদলি করে দেয়ার ভয়ও দেখাতেন। সর্বশেষ ঘটালেন এই লঙ্কাকাণ্ড।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, চা দিতে দেরি করায় এক অফিস সহকারীকে মারধর করেন ড. তৌফিকা। এর প্রতিবাদ করতে গেলে কর্মকর্তাদের দিকে তেড়ে যান তিনি। লাথি দিয়ে দরজা-জানালার কাচ ভাঙেন। এরপর ওই কাচ গায়ে ছুড়ে মারেন। লাঠি দিয়ে পেটান দু'তিন জনকে। এই উন্মাতাল অবস্থা থেকে নিবৃত করতে গেলে সালমা জোহরা নামে এক কর্মকর্তার বুকে লাথি মারেন তিনি। ভাঙা গ্লাস ছুড়ে মারাসহ নিজের (তৌফিকার) জুতা খুলে পেটান এনসিটিবির কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিনকে। তাকে রক্ষায় ছুটে গিয়ে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ গৌতম রায়ও লাঞ্ছিত হন। কাচের টুকরায় গৌতম রায়ের ডান হাত ও পা জখম হয়। এছাড়া এনসিটিবি কর্মকর্তা ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, মো. কবিরও লাঞ্ছিত হন। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ড. তৌফিকার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। তবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, চাকরিবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তৌফিকাকে ওএসডি করেছে মন্ত্রণালয়। ঘটনা তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।